দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JAN 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা তুলতে মায়েদের দুর্ভোগ

॥ লোহাগড়া (নড়াইল) থেকে সংবাদদাতা ॥

প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্ত পনের হাজার দরিদ্র মায়েদের বৃত্তির টাকা গ্রহণের সময় দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

লোহাগড়া উপজেলার সরকারি-বেসরকারি ও এবতেদায়ি মদ্রাসার উপবৃত্তি প্রাপ্ত বেনিফিসিয়ারির সংখ্যা পনের হাজার। তিন মাস অন্তর স্থানীয় কৃষি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পাঁচ ছয়টি বিদ্যালয়কে একত্রিত করে এই টাকা বন্টন করে। পক্ষান্তরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর থেকে একটি লভ্যাংশ পায়। কিন্তু এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ের দূরত্ব তিন-চার কিলোমিটার। এমন বিদ্যালয় আছে যেখানে একই দিনে ছয়-সাত শত মহিলাকে টাকা বন্টন করতে হয়। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে এই টাকা বন্টন করতে হয়, সে বিদ্যালয়ের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া নিদারুণ অসুবিধার শিকার হয় অসহায় মহিলারা তিন-চার কি. মি. হেঁটে এসে এরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া একটি বিদ্যালয়ের একটি শৌচাগার থাকায় মহিলাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। সরেজমিনে দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি, ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও প্রায় কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থের চেয়ে দশ বা পনের শতাংশ টাকা কম আসে। ফলে চল্লিশ শতাংশ বেনিফিসিয়ারি তিন মাসে তিনশ' টাকা, পঞ্চাশ শতাংশ বেনিফিসিয়ারি দুইশ' টাকা ও দশ শতাংশ বেনিফিসিয়ারি তিন মাস অন্তর একশ' টাকা করে উপবৃত্তি গ্রহণ করে। ফলে দূর-দূরন্ত থেকে ভ্যান, নৌকায় নির্ধারিত স্থানে টাকা গ্রহণ করতে যাতায়াত খরচ হয় ২০/৩০ টাকা।

লোহাগড়া (নড়াইল): প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা তুলতে আসা মায়েদের একাংশ -ইত্তেফাক

দুপুরের নাস্তা দশ টাকা। অবশেষে প্রায় শূন্য হাতে অনেকেই বাড়ি ফিরে। এ বিষয়ে উপজেলার মাইগ্রাম চর দিঘলিয়া গ্রামের ভোমরা বেগম জানায় তিন মাস অন্তর যে দুই একশ' টাকা দেয়, তা যাতায়াতেই খরচ হয়ে যায় বরং পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে যদি আমাদের একাউন্টের বিপরীতে টাকাটা স্থানান্তর করা হয়। তাহলে সময় সুযোগ মত ঐ টাকা তুলে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কাজে লাগানো সম্ভব হয়।